দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ 0.8 JUL 1993
পৃষ্ঠা ৪ কলাম ৬

১৯৯৩ সালের ডিগ্রী পরীক্ষায় হাজার হাজার পরীক্ষার্থী বাদ পড়বে

প্রতি বছর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীন ডিগ্রী পরীক্ষায় বহিরাগত (প্রাইভেট) পরীক্ষার্থী হিসেবে প্রায় ১ লাখ ছাত্র-ছাত্রী অংশ গ্রহণ করে থাকে। এতদিন যাবত সকল বহিরাগত পরীক্ষার্থী ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সুন্দর নিয়ম অবহিত আছেন। সেই নিয়ম মোতাবেক প্রথম ধাপে নিবন্ধন (রেজিস্ট্রেশন) দ্বিতীয় ধাপে এন্ট্রি ফরম (আবেদনপত্র) জমা দেয়া এবং তৃতীয় ধাপে চূড়ান্তভাবে পরীক্ষার ফরম পূরণ এই কাজগুলো সম্পন্ন করা হয়ে থাকে। এই নিয়ম অনুসারে হাজার হাজার পরীক্ষার্থী ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের নিবন্ধনের কাজ সম্পন্ন করে আবেদনপত্র জমা দেবার জন্য অপেক্ষা করছেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের এই সকল নিয়ম পরীক্ষা আরম্ভ হবার দুই/তিন মাস পূর্ব পর্যন্ত চলতে থাকে। ইতিমধ্যে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ অঞ্চল ভিত্তিক বিভিন্ন কলেজে ডিগ্রী পরীক্ষায় অংশ গ্রহণেচ্ছু (বহিরাগত) ছাত্র-ছাত্রীদের আবেদনপত্র জমা দেবার জন্য জুলাই মাসের বিভিন্ন তারিখ নির্ধারণ করেছেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের নিবন্ধন নিয়ে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক নির্বাচিত বিভিন্ন কলেজে আবেদনপত্র জমা দিতে গিয়ে হাজার হাজার পরীক্ষার্থী হতাশ হয়ে প্রথমে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এবং পরে যথাক্রমে গাজীপুর জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় ও ঢাকাস্থ জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় অফিসে ধরনা দিয়ে ফিরে যাচ্ছেন। জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিস্ট্রেশন গ্রাহ্য করছেন না। অথচ এই রেজিস্ট্রেশন জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনস্থ ডিগ্রী পরীক্ষায় অ-কার্যকর হবে এমন কোন কর্তৃপক্ষীয় ঘোষণাও নেই। জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ তাদের বিশ্ববিদ্যালয় হতে রেজিস্ট্রেশন করাবার অল্প সময়ের জন্য যে অভ্যন্তরীণ ঘোষণা দিয়েছিল তা সাধারণের গোচরীভূত হয়নি। উক্ত ঘোষণায় যদি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিস্ট্রেশন "অচল" এইরূপ কোন ইংগিত থাকত তা হলে পরীক্ষার্থীগণ বিপাকে পড়ত না। ফলে যারা নতুন রেজিস্ট্রেশন করে পরীক্ষা দিবে তারা যেমন পরীক্ষা হতে বঞ্চিত হবে তেমনি যাদের পূর্বে রেজিস্ট্রেশন আছে তারাও পরীক্ষায় অংশ গ্রহণ করতে পারবে না। তাছাড়া জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক পরীক্ষা সংক্রান্ত প্রচার একেবারেই সামান্য। প্রচারের অস্পষ্টতা এবং কর্তৃপক্ষের অ-পরিপক্কতা এবং একগুঁয়ে সিদ্ধান্ত পরীক্ষার্থীদের বিপদে ফেলেছে। জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের ঢাকাস্থ অফিসে একটি নোটিশ বোর্ড পর্যন্তও নেই। কর্মচারী/কর্মকর্তা কারো নিকট কোন কিছু জিজ্ঞাসা করলে সন্তোষজনক এবং কোন স্থির জবাব পাওয়া যায় না। জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় প্রথমবার ডিগ্রী পরীক্ষা অনুষ্ঠানের দায়িত্ব গ্রহণ করায় উদ্যোগটি সার্থক এবং সফল করার জন্য উপযুক্ত ও ব্যাপক প্রচারের ব্যবস্থা করা কর্তৃপক্ষের নৈতিক দায়িত্ব ছিল। গত ২২-৬-৯৩ শত শত ছাত্র জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় অফিসে ভিড় জমালে কন্ট্রোলার সাহেব কিছু কিছু ছাত্রকে কেবলমাত্র তিতুমীর কলেজের মাধ্যমে রেজিস্ট্রেশন করিয়ে আবেদনপত্র জমা দিবার অনুমতি দিয়েছেন। এতে দেশের বিভিন্ন অঞ্চল হতে আগত পরীক্ষার্থীগণ হতাশ হয়ে ফিরে যান। কারণ তাদের পক্ষে ঢাকায় থেকে পরীক্ষা দেয়া সম্ভব হবে না। যদি ঘোষণা ছাড়া তিতুমীরে এইভাবে পরীক্ষা দেয়ার অনুমতি দেয়া হয় তাহলে দেশের অন্যান্য স্থানে স্থায়ীভাবে বসবাসরত মহিলা পরীক্ষার্থীগণ সকলেই বাদ পড়বেন। এতে সরকার কর্তৃক মহিলাদের শিক্ষিতকরণ কর্মসূচীও ব্যাহত হবে। এমতাবস্থায় শিক্ষামন্ত্রণালয় সমীপে আবেদন এই যে, অন্ততঃ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের নিকট হতে রেজিস্ট্রেশন প্রাপ্ত ছাত্র-ছাত্রীদের জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিস্ট্রেশন গ্রহণ করবার জন্য ১৫ দিন সময় দিয়ে অঞ্চল ভিত্তিক নির্ধারিত কলেজের মাধ্যমে পরীক্ষা দেবার সুযোগ দেয়া হোক।

—মোঃ আবুল কালাম আজাদ,
গ্রাম ও ডাকঘরঃ ওটরা,
উজিরপুর, বরিশাল।

ডিভিশন নয় ডিভিশন মার্ক চাওয়া হোক

অনেক ক্ষেত্রে ফাস্ট ডিভিশন, সেকেণ্ড ডিভিশন উল্লেখ করে বিভিন্ন নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি দেয়া হয়। কিন্তু কোন ছাত্র/ছাত্রী ফাস্ট ডিভিশন কিংবা সেকেণ্ড ডিভিশন মার্ক পাওয়া সত্ত্বেও তারা শুধু মাত্র 'কম্পার্টমেন্টালে' পাস করেছে, অথচ তাদের মেধা মস্তিষ্ক ডিভিশন পাওয়া ছাত্র-ছাত্রীদের থেকে কোন অংশে কম নয়। প্রকৃত পক্ষে ফাস্ট ডিভিশন, সেকেণ্ড ডিভিশন মার্ক প্রাপ্ত 'কম্পার্টমন্টালে পাস' ছাত্র-ছাত্রীদের মেধা বিকাশের প্রয়োজন রয়েছে দেশ ও জাতির কল্যাণের জন্য কিন্তু তারা যথেষ্ট মার্ক থাকা সত্ত্বেও বঞ্চিত হয় বিভিন্ন ক্ষেত্রে। সুতরাং অত্যন্ত মানবিক কারণে ডিভিশন না চেয়ে মার্ক চাওয়াই সমীচীন। প্রয়োজন অনুসারে বিজ্ঞান, বাণিজ্য উল্লেখ্যপূর্বক মার্ক উল্লেখ করে নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি দেওয়ার জন্য কর্তৃপক্ষের নিকট সবিনয় অনুরোধ করছি।

—মোঃ রানা,
জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় কলেজ, ঢাকা।